প্রাক্ কথা

'প্রতিবাদী চেতনার আলোকে মহিলা গল্পকার (একশ' বছরের সময়সীমায়)' এই গবেষণার বিষয়টি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. সুবোধ কুমার যশ মহাশয়। তিনি গবেষণায় তত্ত্বাবধায়কের গুরুদায়িত্ব পালন করে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন বলে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

মহিলা লেখিকাদের গল্পের প্রতিবাদ নিয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলায় কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। অথচ সমগ্র বিশ্বের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন ছিল বিশেষ জরুরি। নারীরা যেখানে সমাজের ধারক ও বাহক, তাদের দ্বারাই সমাজের গতিপথ নির্মিত হয়, অথচ এই নারীরাই রামায়ণ, মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উপেক্ষিতা হয়ে এসেছে। সর্বংসহা সীতা, দ্রৌপদী, শকুন্তলা তাঁরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেকটাই অবহেলিত থেকে গেছেন। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের বীজ রোপিত হয়েছিল কালে কালে তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের নারীরা তাদের কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রতিবাদী ভাবনাকে সুদূর প্রসারী ভাবনায় রূপান্তরিত করেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীরা তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, শিক্ষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করে স্থাপন করে গেছেন নতুন দৃষ্টান্ত। বিশেষত, সাহিত্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারীদের অবদানকে কোনো ভাবেই সুস্থ প্রগতিশীল দেশে ছোট করে দেখা উচিত হয় নি।

ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা কর্মসূত্রে স্বাস্থ্যবিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজ জীবনের অসংগতিকে আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি। নারীকল্যাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে মর্মে মর্মে অনুভব করেছি কি গ্রামে কি শহরে নারীরা কত অসহায়। যাদের ক্ষেত্রে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে' তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতিবোধ থেকেই আমার মনে বিদ্রোহিনী নারী লেখিকাদের কথা বারবার স্মরণে এসেছে। বাল্যাবস্থা থেকেই আমার মনে 'কেন?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজ পরিণত বয়সে আমার গবেষণার মধ্য দিয়ে সেই বাঙ্ময় রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছি। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়ণ কালে বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ পাঠ করে আমার মনে গবেষণা করবার ইচ্ছে জাগে সেই প্রয়াস গবেষণার বিশেষ সহায়ক হয়েছে। ছোটবেলা থেকে পাঠাভ্যাস যার সাহচর্যে তৈরী হয়েছিল তাঁর উল্লেখ করতেই হয়। সপ্তম শ্রেণিতে আমার পড়ার সময়েই সাহিত্যপ্রেমী আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় সরোজ কুমার দে স্থানীয় লাইব্রেরীতে কার্ড করে দিয়ে বিভিন্ন লেখকদের বই পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কল্যাণময়ী আমার মাতৃদেবী স্বর্গীয়া শ্রীমতী রানু দে যিনি আমার অবসর সময়টুকুতেও কোন কাজের সাংসারিক

দায়িত্ব না দিয়ে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আজ মনে পড়ে সেই সময় নবম-দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই রবীন্দ্র, নজরুল, শরৎ, বঙ্কিম, গিরিশ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন ও আরও অনেকের বই পড়া শেষ করে ফেলি। না বুঝলে পিতার সাহায্যে বুঝে নিতাম।

বিশেষভাবে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রদ্ধেয় ড. সুজল আচার্য ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীপ্রতিম ড. সতী চক্রবর্তী মহাশয়াকে। যারা আমাকে সর্বক্ষণ সাহায্য করেছেন তাদের অফুরন্ত বইয়ের ভান্ডারের অবারিত দ্বার আমার জন্য খোলা রেখেছেন ও উৎসাহ প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি থেমে গেলেও তারা আমাকে থামতে দেননি।

আমার পরিবারের আমার ভাই সঞ্জয় দে ও চঞ্চল দে, ভ্রাতৃবধূ দোলা ও কুহু আমার সংসার সামলিয়ে বিভিন্নভাবে গবেষণা কর্মে সহায়তা দান করেছে। ওদের কাছে আমি ঋণী। এদের সকলকে জানাই আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন মাননীয়া মন্দিরা যশ মহাশয়া। যার হাতের এক পেয়ালা চা এক নিমেষে আমাকে ক্লান্তিমুক্ত করেছে। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া আমার একান্তই আপনজন যিনি আমাকে উৎসাহ, প্রেরণা এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন ডঃ দিলীপ কান্তি দে, তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

আমার গবেষণা গ্রন্থে একশ' বছরের সময়সীমার মধ্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত গল্পকারদের গল্পগ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা ছিলো অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। অথচ এই দুর্লভ গ্রন্থগুলি সংগ্রহের জন্য পাহাড় থেকে সমুদ্র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, শহর ও গ্রামীণ লাইব্রেরী, বিভিন্ন বইমেলা থেকে অক্লান্ত শ্রম করে আমাকে গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে। সর্বোপরি, আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা না করলে, হয়তো আমার এই গবেষণা গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হত না। এজন্য আমি তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। তার প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এছাড়া আরো বহু ব্যক্তিরা রয়েছেন যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে, সাহায্য ও সহযোগিতায় এই অভিনব গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাঁদের কাছেও আমি ঋণপাশে আবদ্ধ।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রুফ দেখা ও প্রিন্টিং -এর কাজ করা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ বানান ভুল থেকে যেতে পারে, সেজন্য আগাম ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি।

বিনয়াবনত -

বীনা দে

(গবেষিকা)

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

স্থান ঃ কোচবিহার

তাং ঃ 22/৫/22